

A. মিসরে ঈশ্বরের জাতি (যাত্রাপুস্তক ১:১-১৪)

· মোশির দ্বিতীয় গ্রন্থটি লাতিনে “Exodus” নামে পরিচিত, কারণ এটি বহির্গমন বা জাতির মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কাহিনি বর্ণনা করে। তবে হিব্রু ভাষায় একে বলা হয় “Shemot” অর্থাৎ “নামসমূহ,” কারণ এটি এই শব্দ দিয়েই শুরু হয়েছে (যাত্রাপুস্তক ১:১)।

· এই “নামসমূহ” হলো যাকোব ও তাঁর পুত্রদের নাম। মাত্র ৭০ জনের একটি ক্ষুদ্র পরিবার (আদিপুস্তক ৪৬:২৬-২৭; যাত্রাপুস্তক ১:৫)। সময়ের সাথে সাথে তারা একটি বিশাল জাতিতে পরিণত হয়, যাদের মধ্যে ছিল প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য (যাত্রাপুস্তক ১২:৩৭)।

· যাকোবের পুত্র যোসেফ ছিল হিকসস বংশীয় (মিসরীয় নয়) সপ্তদশ রাজবংশের ফিরাউনের মন্ত্রী। হিকসসদের পতনের পর এক নতুন মিসরীয় রাজবংশ ক্ষমতায় আসে, যারা “যোসেফকে চিনত না” (যাত্রাপুস্তক ১:৭-৮)।

· এর ফলে ইস্রায়েল জাতির উপর কঠিন সময় আসে (যাত্রাপুস্তক ১:৯-১৪)। তবে যাত্রাপুস্তক গ্রন্থের শেষে এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে: ইস্রায়েল মুক্তভাবে ঈশ্বরের সামনে উপাসনা করে (যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৮)। এই গ্রন্থের শিক্ষা স্পষ্ট: ঈশ্বর সর্বদা নিয়ন্ত্রণে আছেন; তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন, এমনকি পরিস্থিতি অসম্ভব মনে হলেও।

B. আব্রাহাম থেকে মোশি (আদি ১৫:১৩; যাত্রাপুস্তক ১:৮)

· ঈশ্বর আব্রাহামকে কানানের দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্বে তাঁকে ৪০০ বছরের অপেক্ষার কথা জানিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ১৫:১৩-১৬)। মোশি ও পল এই সময়ে ৩০ বছর যোগ করেন, হারানে তাঁর আত্মন থেকে শুরু করে (যাত্রাপুস্তক ১২:৪০; গালাতীয় ৩:১৭):

— হারানে আব্রাহামের আত্মন থেকে যাকোবের মিসরে আগমন পর্যন্ত: ২১৫ বছর

— যাকোবের মিসরে আগমন থেকে নির্গমন পর্যন্ত: ২১৫ বছর

· যাকোব কীভাবে মিসরে এলেন? একদম অলৌকিকভাবে। যোসেফকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সে মিসরের প্রধান মন্ত্রী হয়ে উঠলেন। তার অবস্থানের জন্য সে তার পুরো পরিবারকে মিসরে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

· এর নির্ভুল সাল জানা না গেলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে অনুমান করা যায়।

· ১ রাজাবলি ৬:১ অনুসারে নির্গমন শলোমনের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরের ৪৮০ বছর আগে ঘটে। এই হিসেব ধরে নিয়ে নির্গমনের সময়কাল ১৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পড়ে। কিছু অনুমান ও

ফেরাউনের মৃত্যুর ভিত্তিতে ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দও সম্ভাব্য। এ থেকে মোশির জীবনের নানা মুহূর্ত নির্ণয় করা যায়:

- * আহমোস I (১৫৭৫/১৫৫০): হিকসসদের পরাজিত করেন, “যোসেফকে চিনতেন না” (যাত্রাপুস্তক ১:৮-১২)
- * আমেনোফিস I (১৫৫০/১৫৩০): ইস্রায়েলিদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যান (যাত্রাপুস্তক ১:১৩-১৪)
- * থুটমোস I (১৫৩০/১৫১৭): হিব্রু শিশুদের হত্যার নির্দেশ দেন (যাত্রাপুস্তক ১:১৫-২২)
- * মোশি (১৫৩০/১৪১০): থুটমোস I-এর কন্যা হাটশেপসুটের দ্বারা দত্তক হন
- * থুটমোস II (১৫১৭/?): তার শাসনকালে মোশি মিসর থেকে পালিয়ে যান (১৪৯০)
- * হাটশেপসুট (?/১৪৭৯): মোশির প্রত্যাবর্তনের আগে মারা যান
- * থুটমোস III (১৪৭৯/১৪৫০): নির্গমনের সময়ের ফিরাউন; তার প্রথম সন্তান ১০ম দুর্দশায় মারা যায়
- * আমেনোফিস II (১৪৫০/১৪২৪): থুটমোস III-এর পুত্র, কিন্তু প্রথম সন্তান নয়

C. বিশ্বাসের বিজয় (যাত্রাপুস্তক ১:১৫-২২)

· মিসরের অষ্টাদশ রাজবংশ বিদেশিদের অপছন্দ করত। ইস্রায়েলিরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তারা বিদ্রোহ করতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল (যাত্রাপুস্তক ১:৯-১০)। তাই ধাপে ধাপে তাদের দমন করা হয়:

- কাজের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয় (যাত্রাপুস্তক ১:১১)
- তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয় (যাত্রাপুস্তক ১:১৩-১৪)
- ধাত্রীদের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানদের হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয় (যাত্রাপুস্তক ১:১৫-১৬)
- অবশেষে সরাসরি শিশুদের হত্যা করা হয় (যাত্রাপুস্তক ১:২২)

· এই দুঃসময়ে ধাত্রী শিফা ও পুয়ার বিশ্বাস ও সাহসিকতা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায় (যাত্রাপুস্তক ১:১৫-১৯)। মোশি ফিরাউনের নাম বলেননি, কিন্তু ধাত্রীদের নাম উল্লেখ করেছেন।

· ঈশ্বর তাদের বিশ্বস্ততার প্রতিদান দেন (যাত্রাপুস্তক ১:২০-২১)।

D. নাইল নদীর সন্তান (যাত্রাপুস্তক ২:১-১০)

· জোখেবেদের পুত্র "সুন্দর" বললে কম বলা হয় (যাত্রাপুস্তক ২:২)। হিব্রু শব্দ "টোভ" (ভালো, সুন্দর, নিখুঁত) সেই শব্দ যা ঈশ্বর সৃষ্টির শেষে ব্যবহার করেছিলেন (আদিপুস্তক ১:৩১)।

· ঈশ্বর তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা করেছিলেন। মা ঝুঁকি নিলেন, এক তরুণী সহানুভূতিশীল হলেন, শিশু প্রজ্ঞার সাথে কথা বলল... এবং ভবিষ্যতের মুক্তিদাতা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল (যাত্রাপুস্তক ২:৩-৭)।

· তার আসল নাম জানা যায় না, তবে তার দত্তক মাতা ফিরাউনের কন্যা তার নাম দেন হাপিমোসিস (নাইল দেবতার পুত্র)। কিন্তু সে নিজেকে শুধু "মোসিস" বা "পুত্র" নামে পরিচিত করান (যাত্রাপুস্তক ২:১০)।

· মা তার ছোট সময়কে সর্বোচ্চভাবে কাজে লাগান (যাত্রাপুস্তক ২:৮-৯)। তিনি তাকে ঈশ্বরভক্ত হিসেবে গড়ে তোলেন। ঈশ্বরভীতিতে সন্তান প্রতিপালনে মায়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

E. ব্যর্থ মুক্তিদাতা (যাত্রাপুস্তক ২:১১-২৫)

· মোশির শৈশব সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি। রাজসিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাও পেয়েছিলেন (EGW, *Patriarchs and Prophets,* পৃ. ২২৩)।

· মোশি যখন প্রায় ৪০ বছর বয়সে, তখন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে থুটমোস II ফিরাউন হন। মোশি তখন মনে করেন, ইস্রায়েলকে মুক্ত করার সময় এসেছে। কিন্তু তিনি এটি শুরু করেন এক মিসরীয়কে হত্যা করে—এক গুরুতর ভুল (২:১১-১২)। এমনকি তার জাতিও তাকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেনি (যাত্রাপুস্তক ২:১৩-১৪; প্রেরিত ৭:২৫)।

· অল্প কদিনেই তিনি রাজদরবারের সদস্য থেকে হয়ে যান এক পলাতক রাখাল (যাত্রাপুস্তক ২:১৫-২২)। কিন্তু ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেননি; বরং তাঁর পরিকল্পনায় মোশিকে রেখেছিলেন, তার ভুল সত্ত্বেও।